দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 APR 1994
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৮

১৪৩

চলমান শিক্ষক ধর্মঘট সম্পর্কে দু'পক্ষের বক্তব্য

অনানুষ্ঠানিক আলোচনা চলছে ঃ শিক্ষা সচিব আলোচনার উদ্যোগ নেই ঃ লিয়াজোঁ কমিটি

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক) দেশব্যাপী বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের অবিরাম ধর্মঘটের চতুর্থ দিন গতকাল বৃহস্পতিবার অতিবাহিত হয়েছে। শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক জানিয়েছেন, ধর্মঘট অবসানের লক্ষ্যে শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাথে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা চলছে। এসএসসি পরীক্ষার আগেই সমস্যার সমাধান হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। অবশ্য এ ব্যাপারে ধর্মঘটী শিক্ষক নেতৃবৃন্দের কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

গতরাতে টেলিফোনে আলাপকালে শিক্ষা সচিব বলেন, এসএসসি পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগের কোন কারণ নেই। আমাদের বিশ্বাস শিগগিরই উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হবে। শিক্ষা সচিবের বক্তব্য সম্পর্কে লিয়াজোঁ কমিটির কেন্দ্রীয় নেতা আজিজুল হক শাহ বলেন, ধর্মঘটী শিক্ষকদের সাথে সরকারের অনানুষ্ঠানিক আলোচনার কথা সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিকর। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আমাদের সাথে আলোচনার ব্যাপারে কোন উদ্যোগই সরকার নেয়নি। দাবির প্রশ্নে সমঝোতা না হলে এসএসসি পরীক্ষা বর্জন কর্মসূচী অটুট থাকবে। ধর্মঘট চলাকালে গতকাল দেশের প্রত্যেক থানায় শিক্ষক-কর্মচারী সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এসব সমাবেশে সরকারের নীরবতা এবং এর জন্য সৃষ্ট অচলাবস্থার জন্য সরকারের কঠোর সমালোচনা করা হয়। সমাবেশে বলা হয় শিক্ষামন্ত্রীর একগুঁয়েমির কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে আজ এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি বলেছে, ধর্মঘটী শিক্ষকদের বাদ দিয়ে এসএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী যে হুমকি দিয়েছেন, দেশের শিক্ষক সমাজ তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও ঘৃণা জানাচ্ছে। কমিটির আহ্বায়ক শেখ আমানুল্লাহ, মোঃ কামরুজ্জামান, ডঃ ম, আখতারুজ্জামান, সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, ঢাকা নগর আহ্বায়ক অধ্যাপক আব্দুর রব মিয়া গতকাল এক বিবৃতিতে সরকার কর্তৃক দাবি না মানা পর্যন্ত ধর্মঘট চালিয়ে যাবার পাশাপাশি আসন্ন এসএসসি পরীক্ষা সংক্রান্ত কোন প্রকার কাজে অংশ না নেয়ার জন্য দেশের শিক্ষক-কর্মচারীদের অনুরোধ জানান। তারা চলমান আন্দোলন আরো বেগবান করারও আহ্বান জানান। বিক্ষোভ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে রাজধানীতে গতকাল শেখ রোবহান উদ্দিন কলেজ, কে, এল জুবলী স্কুল ও কলেজ, মগবাজার ইস্পাহানি বালিকা বিদ্যালয়, আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়, ফিলগাঁও মডেল হাই স্কুল, মিরপুর ন্যাশনাল উচ্চ বিদ্যালয়, টিএণ্ডটি হাইস্কুল, তেজগাঁও মহিলা কলেজ, শেখ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ উচ্চ বিদ্যালয়, মনু মিয়া হাইস্কুলসহ ১৫টি থানার অধিকাংশ স্কুল-কলেজে **শিক্ষক ঃ** পৃঃ ৮ কঃ ৩

শিক্ষক ঃ ধর্মঘটের চতুর্থ দিন

(১ম পৃষ্ঠার পর) *সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। এসব সমাবেশে লিয়াজোঁ কমিটির কেন্দ্রীয়, ঢাকা মহানগর শাখাসহ থানা কমিটির নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। নেতৃবৃন্দ আগামী রোববার দেশব্যাপী জেলা সদরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচী সফল করার জন্য শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রতি আহ্বান জানান। বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, সহকারী শিক্ষক সমিতি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশন, বাংলাদেশ শিক্ষক ফোরামসহ বেসরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বিভিন্ন সংগঠন পূর্ণাঙ্গ বেতন স্কেল চালুসহ অন্যান্য দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যেতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। এসব সংগঠনের বিবৃতিতে বলা হয়, শিক্ষক-কর্মচারীদের দাবিদাওয়া উপেক্ষা করে ও তাদেরকে ধর্মঘটে রেখে অশিক্ষক কিংবা ভাড়াটে দালাল দিয়ে এসএসসি পরীক্ষা নেয়ার চেষ্টা করা হলে শিক্ষক সমাজ তা বরদাশত করবে না।*

সংসদ সদস্য শাজাহান সিরাজ গতকাল এক বিবৃতিতে কালবিলম্ব না করে সরাসরি শিক্ষক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে সমস্যার সম্মানজনক সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তা না হলে শিক্ষা ব্যবস্থাসহ সার্বিক পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। দেশব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে গতকাল সোনারগাঁও থানা সদরে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তৃতা করেন অধ্যক্ষ আকরাম হোসেন, খন্দকার সামছুল আলম, রিয়াজুল হক প্রমুখ। গতকাল অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ জেলা লিয়াজোঁ কমিটির বর্ধিত সভায় সভানেতৃত্ব করেন মিসেস সাবিকুন নাহার হাসমত। বক্তব্য রাখেন হেনা দাস, মিসেস হাজেরা বেগম, মোসলেমউদ্দিন আহমেদ, রণজিত কুমার সাহা, মহাদেব কুমার সাহা প্রমুখ। যশোর থেকে নিজস্ব বার্তা পরিবেশকঃ গতকাল সকালে শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটির উদ্যোগে স্থানীয় সেবাসংঘ বালিকা বিদ্যালয়ে এক বিরাট সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ আলতাফ হোসেন। বক্তৃতা করেন মতিয়ার রহমান, আতিয়ার রহমান, তারাপদ দাস প্রমুখ। সমাবেশশেষে একটি মিছিল নানান শ্লোগানসহকারে শহর প্রদক্ষিণ করে। অপরদিকে ১ দফা দাবিতে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি স্থানীয় সম্মিলনী ইন্সটিটিউশনে এক সমাবেশ করে। সভাপতিত্ব করেন ওলিয়ার রহমান। বক্তৃতা করেন এ,বি,এম শফিউল্লাহ, আবুবকর, সাধন কুমার, ময়মুর হোসেন, আব্দুল হালিম প্রমুখ।